মানুষ মরলে সরকারের কী

আরিফ খান মিরণ

সরকারের কাছে জনগণের খুব বেশি কিছু অধিকার আবদার নেই। জানমালের নিরাপত্তাই তাদের প্রধান দাবি। আর ঠিক এই জায়গাটিতেই সরকার চরমভাবে ব্যর্থ। ঈদকে কেন্দ্র করে ঈদের আগে-পরে মিলিয়ে এক সপ্তাহে দেশে বিভিন্ন দুর্ঘটনা, সহিংসতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রায় ৫০০ মানুষ মারা গেল। অথচ সরকারের কোনো বিকার নেই। ঈদের এক সপ্তায় সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে প্রায় ১৫০ জন, তীব্র শীতে প্রায় ৩০০ জন, সন্ত্রাসীদের গুলিতে প্রায় ২০ জন, হজে ২৫ জন এবং ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বিএসএফের গুলিতে কমপক্ষে ২ জন।

সড়ক দুর্ঘটনা একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। একটি জরিপে প্রকাশ, দেশে প্রতিবছর ৪ হাজারের বেশি মানুষ সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়। চালকের অদক্ষতা, ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন এবং ট্রাফিক আইন না মানাই মূলত সড়ক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী।

দেশের উত্তরাঞ্চলের বেশ কয়েকটি জেলা প্রতিবছর তীব্র শীতের কবলে পতিত হয়। মাঝে মাঝে শৈত্যপ্রবাহের কারণে শীত চরমে গিয়ে পৌঁছে। যেমনটা হয়েছে এবারের ঈদের সময়ে ৩/৪ দিনের শৈত্যপ্রবাহে। সারা দেশে প্রায় ২৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে তীব্র শীতের ধকল সইতে না পেরে। এই সর্বনাশা শীতের কবলে সবচেয়ে অসহায় বৃদ্ধ ও শিশুরা। বৃদ্ধরা শীত সইতে পারে না আর শিশুরা আক্রান্ত হয় ঠান্ডাজনিত কোল্ড ডায়রিয়া, নিউমোনিয়াসহ নানা রকম অসুখে।

প্রতিবছরই ধর্মপ্রাণ হাজার হাজার মুসলমান পবিত্র হজব্রত পালনে যান। সেখানে গিয়ে বাড়ি ভাড়া ও থাকার অব্যবস্থাপনা তো আছেই তার সঙ্গে পদপিষ্ট হয়ে মারা যাওয়া এখন প্রতি বছরেরই নিয়মিত ঘটনা। এ বছর পদপিষ্ট হয়ে ১১ জন ও ভবন ধসে ১৩ জন বাংলাদেশী মারা গেছে। হাজি মারা যাওয়ার জন্য পুরো দায় হয়তো আমাদের সরকারকে দেয়া যায় না। কিন্তু এই দেশের লোক মারা গেল, কেন মারা গেল, এই অব্যবস্থাপনা কেন এসব বিষয়ে আমাদের সরকার কী সৌদি সরকারের কাছে কোনো কারণ জানতে বা ব্যাখ্যা চেয়েছে?

গত ঈদের সপ্তাহে কমপক্ষে ১৬ ব্যক্তি সন্ত্রাসীদের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। মনে হচ্ছে সরকারের র‍্যাব থেরাপি সন্ত্রাসীদের গা সওয়া হয়ে গেছে। এদের পাশাপাশি দেশের লোক যখন তখন মেরে ফেলার আরেক দাবিদার হলো বিএসএফ। তারা এই ঈদের সপ্তায় দুই বাংলাদেশীকে গুলি করে মেরেছে। এভাবে প্রতিনিয়ত বিএসএফের হাতে সীমান্ত এলাকায় লোক মারা যাচ্ছে। কিন্তু সরকার কোনো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে এসব বন্ধ করতে পারেনি।

নিজের প্রাণ সব মানুষের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অসহায় মানুষ সবকিছুতে ছাড় দিতে প্রস্তুত কিন্তু দুর্ঘটনায় জীবন দিতে কেউই প্রস্তুত নয়। সরকার ও সরকারি সংশ্লিষ্ট সংস্থা একটু সজাগ, যত্নবান ও জনগণের জীবনের প্রতি দায়িত্ববান হলেই এ জাতীয় অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা রোধ করা সম্ভব। কিন্তু সেই সদিচ্ছা কি সরকার মহোদয়ের হবে? আর কবে এক মানুষ অন্য মানুষের জীবনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে মূল্য দিতে শিখবে?

শৈত্যপ্রবাহে মৃত্যু

- ❑ এবারের শৈত্যপ্রবাহ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যশোর ৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই তাপমাত্রা শীত মৌসুমের স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়েও ৪.১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে।
- ❑ কোনো স্থানের তাপমাত্রা ১০ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকলে সেই স্থানকে শৈত্যপ্রবাহ কবলিত স্থান বলা যায়।
- ❑ তীব্র শীতে হাজার হাজার শিশু শ্বাসকষ্টে মারা যাচ্ছে। বেশি মারা যাচ্ছে নিউমোনিয়ায়।
- ❑ প্রচন্ড শীতের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে আগুন পোহাবার সময় অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায় সদরপুরের (ফরিদপুর) রকমান মিয়ার কন্যা রেবা (১৮)।
- ❑ এবার শৈত্যপ্রবাহে চুয়াডাঙ্গায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৬.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও রাজশাহীতে ৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
- ❑ উত্তরাঞ্চলের ১ কোটিরও বেশি তীব্র শীতাক্রান্ত লোকের বিপরীতে কম্বল বরাদ্দ হয়েছে মাত্র সোয়া লাখের মতো।

প্রাণহানির খতিয়ান

তারিখ	সড়ক দুর্ঘটনায়		শীতে মৃত্যু	সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত	হজে মৃত্যু	বিএসএফের হাতে মৃত্যু
	নিহত	আহত				
১০ জানুয়ারি	১৫	৩০	১০০এর বেশি	৩	পদপিষ্ট হয়ে ১১	
১১-১৪ জানুয়ারি	৮৬	৭১২	৬৩			২
১৫ জানুয়ারি	১০	১৫৫	৪০	১	ভবন ধসে ১৩ জন	
১৬ জানুয়ারি	১	৮	৫৯	৪		
১৭ জানুয়ারি	২৫	১০৩	২৭			